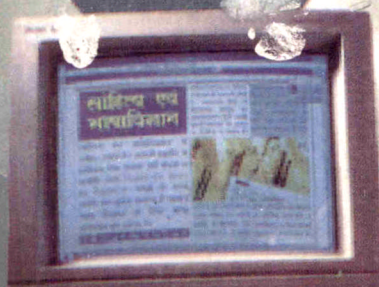




अटल बिहारी वाजपेयी
प्रधानमंत्री

सफट्‌ओय्यार उन्नयने
भारतके बिश्वे आदर्श केन्द्र
गणतन्त्रतोलार लक्ष्ये



১০২-৪০৪ ৭৩৭-১-৭৩১৫৬
P ৩৬, ১৫৬

সফটওয়্যার উন্নয়নে ভারতকে বিশ্বে আদর্শ কেন্দ্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে

①

প্রগতির পথে অগ্রসর হওয়ার লক্ষ্যে তামিলনাড়ু আজ যে বৃহৎ পদক্ষেপ নিতে চলেছে, সেই ঐতিহাসিক দিনে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি খুবই গর্ব অনুভব করছি। কম্পিউটারের আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি দক্ষতা উপস্থাপিত করার ক্ষেত্রে টাইডেল পার্ক একটি বৃহৎ কর্মযজ্ঞের প্রতীক। এই বিশাল এবং অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য আমি তামিলনাড়ু সরকারকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আমি হায়দ্রাবাদ এবং বাঙ্গালোরে তথ্য প্রযুক্তি পার্ক দেখেছি। আমি শুনেছি যে, মুম্বাই, পুণে, কলকাতা, তিরুবন্তিপুরম, দিল্লি এবং মোহালিতেও এই ধরনের পার্ক হয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, না হয় তার প্রস্তুতি চলেছে। আমাদের সমবেত প্রচেষ্টায় সৃষ্ট নতুন অর্থনীতির এই উৎকৃষ্ট নিদর্শনগুলি নতুন ভারতের উজ্জ্বল প্রতীক।

রাষ্ট্রকবি সুব্রামণিয়া ভারতী তাঁর 'ভারত দেশম' কবিতায় এই অনুপ্রেরণামূলক লাইনগুলি লিখেছেন :

ভারত দেশম এনরু পৈয়ার সুলভার

স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী পর্যায়ে ভারতের কর্মধারা প্রসঙ্গে কবি লেখিলেন :

আমরা অস্ত্র তৈরী করব; আমরা কাগজ তৈরী করব

আমরা শিল্প প্রতিষ্ঠা করব; আমরা শিক্ষার মহাকেন্দ্র গড়ে তুলব

শিল্পমত বিশ্বে যা হচ্ছে আমরা এদেশেও তাই করব

আমরা মহান কৃতিত্ব অর্জন করব।

ভারতী তথ্য প্রযুক্তি বিপ্লবের বিষয়টি কল্পনা করতে পারেন নি, কিন্তু টাইডেল পার্কের কর্মকাণ্ড তাঁর কবিদর্শনের যথার্থতাই প্রমাণ করে। শুধু তাই নয়, তাঁর ভবিষ্যতবাণী একথাও জানিয়ে দেয় যে, একবিংশ শতাব্দীতে ভারত তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রথম স্থান অর্জন করবে।

জুলাই, ২০০০ তারিখে তামিলনাড়ুর চেম্বাইয়ে টাইডেল পার্ক উদ্বোধনের সময়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটল বihারী বাজপেয়ী প্রদত্ত ভাষণের বঙ্গানুবাদ।

তথ্যের যুগ

নতুন শতাব্দী তথ্য, যোগাযোগ এবং জৈবপ্রযুক্তি যুগের আগমন বার্তা ঘোষণা করেছে। বিস্তারিতভাবে বলা যায় যে, এই যুগ জ্ঞান প্রযুক্তি নির্ভর সমাজ ও অর্থনীতির যুগ। মানবসমাজের কৃতিত্বের ক্ষেত্রে এই অধ্যায় সবচেয়ে নিভীক এবং নাটকীয় অগ্রগতির বিষয়টি সূচিত করে। গতমাসেই আমরা দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা শুনেছি। একটি হল মঙ্গলগ্রহে জলের অস্তিত্ব এবং অপরটি হল মানব-জিন প্রস্তুত পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রাথমিক সাফল্য। এই সাফল্যদুটি যৌথভাবে ইঙ্গিত করছে যে, এই নতুন শতাব্দীতে মহাকাশ এবং অন্তর্বিশ্বে মানবজাতি বড় ধরনের কৃতিত্ব অর্জন করতে অগ্রসর হচ্ছে।

বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক তথ্য মানব জাতির সর্বাঙ্গিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই যে জয়যাত্রা সেক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা পিছনের সারি অথবা মধ্যবর্তী জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। ভারতকে অবশ্যই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। এটাই আমাদের সঙ্কল্প। আমাদের মেধা, দক্ষতা এবং আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা এই সঙ্কল্পকে বাস্তবায়িত করব।

তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতের কৃতিত্ব

তথ্যপ্রযুক্তি—বিশেষ করে সফটওয়্যার উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতের দক্ষতা ইতিমধ্যেই সারা বিশ্বে স্বীকৃত। ভারতীয় তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রের তরুণ পেশাদারী কলাকুশলী এবং সিলিকন ভ্যালির উদ্যোগীদের প্রচেষ্টাতেই এই সাফল্য এসেছে। সাম্প্রতিক কালে তামিলনাড়ু সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেও এক্ষেত্রে অসংখ্য সাফল্য এসেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রণীভূমিকাকে স্বরণে রেখে সরকার ইতিমধ্যেই বিভিন্ন নীতি রূপায়ণ এবং অগ্রাধিকারে প্রক্ষেপে এই ক্ষেত্রকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছে। আমি আনন্দিত যে, দেশে সিলিকন ভ্যালি জাতীয় সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রাজ্যসরকাগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনাতে দ্রুত সায দিয়েছে। এর ফলে, সফটওয়্যার উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমরা সমবেতভাবে ভারতকে বিশ্বমানে উন্নত করতে পারব। টাইডেল পার্কের উদ্বোধন এই অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় বহন করেছে। শুধু তাই নয়, এর মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নতুন দিল্লী এবং চেন্নাইয়ের তৎপরতাও প্রকাশ পেয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে খুব কম সময়ের মধ্যেই ভারত বেশ সাফল্য দেখিয়েছে। তথাপি, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমাদের সম্ভাবনাময় কর্মশক্তি পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করতে হলে এখনও দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে। এজন্য আমাদের দুর্বলতাগুলি সংশোধন করতে হবে এবং সমস্ত শক্তি একত্রিত করতে হবে। সুসংবদ্ধ প্রণালিতে একইসাথে আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কাজ সম্পাদন করতে হবে। টেলিযোগাযোগের পরিকাঠামোগত অব্যবস্থা আমাদের সবচেয়ে দুর্বল জায়গা। এব উন্নতিবন্ধে সরকার অনেকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গতবছরে গৃহীত টেলিযোগাযোগনীতি এর মধ্যে অন্যতম। এছাড়াও, বিশ্বের অন্যান্য যে কোন দেশের তুলনায় আমরা একটি সবচেয়ে উদার ইন্টারনেট নীতি গ্রহণ করেছি। সবাই এই নীতির সুফল দেখতে পাচ্ছেন। সারা দেশজুড়ে ইন্টারনেট পরিষেবা বিস্তার লাভ করছে। তথাপি, আমি স্বীকার করছি যে, টেলিযোগাযোগ এবং ইন্টারনেট পরিষেবার ক্ষেত্রে ভারতকে দ্রুত আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত হতে হলে আরও বেশ কিছু সমস্যা সমাধানের উপর আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে।

টেলিযোগাযোগ এবং তথ্যপ্রযুক্তির অভিসৃতিকরণ

অর্থমন্ত্রী শ্রী যশবন্ত সিন্‌হার নেতৃত্বে গঠিত টেলিযোগাযোগ এবং তথ্যপ্রযুক্তি গ্রুপ এই সমস্যাগুলির সমাধানে যথার্থভাবে সচেষ্ট হয়েছেন এবং আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, ইতিমধ্যেই একটি নতুন টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বা টি আর এ আই গঠন করা হয়েছে। এই গ্রুপ একটি নতুন অভিসৃতিকরণের খসড়া প্রস্তুত কবছেন। ব্যাপক মাত্রায় প্রতিযোগিতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতীয় দীর্ঘ দূরত্বের টেলিযোগাযোগ পরিষেবা ক্ষেত্রকে শীঘ্রই উদারীকরণ করা হবে। একইভাবে, আন্তর্জাতিক দীর্ঘদূরত্বের টেলিযোগাযোগ পরিষেবাকেও উদারীকরণ করার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে।

সাম্প্রতিককালে, তথ্য প্রযুক্তি এবং ইন্টারনেট শিল্পমহল সমুদ্রের নীচের অপটিকাল-ফাইবার সংযোগ ব্যবস্থার উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ বিলোপের দাবি তুলেছেন। সরকার এই দাবি সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করবে। ভারতে তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায় হল উচ্চগতিসম্পন্ন ব্রডব্যান্ড সংযোগব্যবস্থার অভাব। এই সংকটের গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকার ব্যাভবিস্তারের বিষয়ে একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটিতে যেমন ইন্টারনেট

ব্যবহারকারী শিল্পমহলের প্রতিনিধিরা থাকছেন, তেমনি পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিনিধিরাও রয়েছেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সফটওয়্যার প্রযুক্তি পার্কের (এস টি পি) ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে, সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকাবগুলি কর্তৃক নির্দিষ্ট সংস্থাগুলির সাথে যাতে যৌথ উদ্যোগে এস টি পি প্রতিষ্ঠা করা যায় সেজন্য টেলিকম পরিষেবা বিভাগ (ডি টি এস) একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

সরকার ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, আগামী অক্টোবর মাসের মধ্যে টেলিযোগাযোগ পরিষেবা বিভাগকে একটি স্বশাসিত নিগমে পরিণত করা হবে। আমি নিশ্চিত যে, এই বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের সম্মিলিত প্রভাবে ভারতে একটি আন্তর্জাতিক মানের টেলিযোগাযোগ পরিকাঠামো গঠিত হবে এবং পরিষেবা মূল্য আন্তর্জাতিক মূল্যস্তরে নেমে আসবে। মুখ্যমন্ত্রী থিরু করুণানিধি চেন্নাই এবং অবশিষ্ট তামিলনাড়ুতে উন্নতমানের টেলিকম পরিষেবার জন্য ক্রমাগত দাবি করছেন। আমি তাঁকে আশ্বাস দিচ্ছি যে ডি টি এসের দ্রুত নিগমীকরণ এ-রাজ্যের মানুষ এবং শিল্পমহলের চাহিদা পূরণ করবে। সেইসাথে উপকৃত হবে অবশিষ্ট ভারতও।

তথ্য প্রযুক্তি এবং তথ্যপ্রযুক্তিতে পারদর্শীকারী শিক্ষার সুযোগসুবিধা

দ্বিতীয় যে-বিষয়টিতে আমাদের এইমুহুর্তে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন তা হল তথ্য প্রযুক্তি এবং তথ্যপ্রযুক্তিতে পারদর্শীকারী শিক্ষা। এই উদ্দেশ্যে আমরা একটি বৃহৎ অঞ্চল নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে হবে-এই ধরনের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। সেটি হল ২০০৮ সালের মধ্যে ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সফটওয়্যার রপ্তানি করব। এর মাধ্যমে ২০ লাখ উচ্চ আয় সম্পন্ন কর্মসংস্থান হবে। উপরন্তু, তথ্যপ্রযুক্তির-দেশীয় বাজারেও তথ্যপ্রযুক্তিতে কর্মদক্ষ কলাকুশলীদের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। এই জন্য, তথ্যপ্রযুক্তিতে পারদর্শীকারী শিক্ষা এবং তথ্য প্রযুক্তির বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করার দিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন। পরিকাঠামো, স্বীকৃতিপ্রদান, শিক্ষক-শিক্ষণ এবং ছাত্রদের শিক্ষা-ঋণ দানের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সংস্কার জরুরী হয়ে পড়েছে। আমি আশা করব কেন্দ্র, রাজ্যসরকারগুলি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।

তৃতীয় যে ক্ষেত্রটি আমাদের গুরুত্ব সহকারে নজর দিতে হবে সেটি হল আমাদের প্রথাগত শিল্পগুলির পুনরুজ্জীবন এবং আধুনিকীকরণের জন্য তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন। ভারতে যে বিশাল পরিমাণ সফটওয়্যার উৎপাদন হয় তা বপ্তানীর উদ্দেশ্যেই নির্দিষ্ট থাকে। উদ্বেগের বিষয় এই যে, আমাদের দেশীয় অর্থনীতি এর দ্বারা খুবই সামান্য উপকৃত হয়েছে। এই অসাম্যতা তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে আমাদের দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনার পথে ক্ষতিকারক। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে ভারতের জাতীয় লক্ষ্যমাত্রাগুলি তখনই অর্জন করা সম্ভব হবে যখন “প্রথাগত অর্থনীতি” এবং “কম্পিউটার ভিত্তিক অর্থনীতির” মধ্যে সুসামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা হবে। প্রথাগত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নতুন দক্ষতা সৃষ্টি এবং উন্নত উৎপাদনের জন্য আমাদের নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রয়োজন। একইভাবে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় একটি উন্নত এবং উদ্দীপ্ত দেশীয় বাজার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রথাগত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজন।

যে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ তথ্যপ্রযুক্তির দেশীয় বাজারকে উদ্দীপ্ত করতে পারে তাহল, সরকারের বিভিন্ন বিভাগে, জনহিতকর কার্যে, ব্যাঙ্ক সমূহে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলিতে তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত এবং ব্যাপক প্রয়োগ ব্যবস্থা। এখন যেহেতু তথ্যপ্রযুক্তি বিল গৃহীত হয়েছে এবং ই-কমার্সের মাধ্যমে কার্য-সম্পাদন সুনিশ্চিত হয়েছে, সেজন্য আমি আশা করব ইন্টারনেটের মাধ্যমে শীঘ্রই বেশিরভাগ কার্য সম্পাদিত হবে। এর ফলে, কর্মে স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে। এই প্রক্রিয়ায় সরকারের ব্যয়ভারও হ্রাস পাবে।

ভারতীয় ভাষাগুলিতে তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ

চতুর্থ যে বিষয়টিতে আমাদের জরুরী ভিত্তিতে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন সেটি হল, ভারতীয় ভাষাগুলিতে তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ উন্নয়ন। আমাদের প্রতিটি ভাষাই প্রথাগত জ্ঞান এবং মূল্যবোধের বিশাল ভাণ্ডার। যেমন, তামিল হচ্ছে বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন এবং সমৃদ্ধ ভাষা। ভারতীয় ভাষাগুলি যুগ যুগ ধরে আমাদের সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রধান বাহকও। সুতরাং আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, বর্তমানে যে তথ্যপ্রযুক্তি-জ্ঞাত জ্ঞানের বিপ্লব সংঘটিত হচ্ছে, ভারত তা থেকে পূর্ণ সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে না যতদিন কেবলমাত্র ইংরাজিই এই জ্ঞানের একমাত্র বাহক থাকবে।

আমি একথা শুনে আনন্দিত হয়েছি যে, তথ্যপ্রযুক্তিকে নিজ রাজ্যে ভাষায় প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে তামিলনাড়ু দেশের অন্যান্য যে কোন রাজ্যের চেয়ে অনেক বেশী উদ্যোগী হয়েছে। আমি আশা করব তামিলনাড়ুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অন্যান্য রাজ্যগুলি তাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং শিল্পগত ঐতিহ্যকে নিজ নিজ ভাষায় গাণিতিক আকারে নতুন ভাবে সৃষ্টি করবে।

এখানে আমি অবশ্যই স্বীকার করব যে, বর্তমানে ভারতীয় সমাজে যাঁদের তথ্যপ্রযুক্তি আছে এবং যাঁদের নেই-এই দুই শ্রেণীর মধ্যে একটি উদ্বেগজনক বিভাজন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটাকে বলা হচ্ছে “ডিজিটাল বিভাজন”। যদি আমরা এই বিভাজনকে স্বীকার করে, তা রোধ করার জন্য সঠিক পদক্ষেপ না গ্রহণ করি তাহলে এটি ভারতীয় সমাজের বহু পুরাতন সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অসাম্যগুলিকে আরও বিস্তৃত করবে। তথ্যপ্রযুক্তি শুধুমাত্র শহরের ইংরাজী বলতে পারা উচ্চ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। দলিত, উপজাতি, অনুন্নত শ্রেণী এবং গ্রামীণ দরিদ্র মানুষদের আর্থিক উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায় এবং ক্ষমতা প্রদানের অভিযানে এটি অবশ্যই একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। তথ্য প্রযুক্তির সে ক্ষমতাও রয়েছে। আমি আশা করব পরবর্তী পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে ইন্টারনেট এবং এর সাথে সম্পর্কিত প্রযুক্তি এবং পরিষেবার সুফল প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের কাছে পৌঁছে যাবে। বসবাস স্থান এবং পেশা এক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

সহজলভ্য তথ্যপ্রযুক্তি পরিষেবা

পরিশেষে, আমি বিজ্ঞানী, পেশাদার এবং এই শিল্পের উদ্যোগীদের আহ্বান জানাচ্ছি যে তাঁরা যেন সাধারণ মানুষ, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, কৃষক এবং কারিগরদের সুবিধার্থে এমন প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রযুক্তি সামগ্রী সৃষ্টি করেন যা তাঁদের ক্রয় ক্ষমতার অধীনে থাকে এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবাও তাঁরা যেন পান। ইন্টারনেটে ভারতীয় ভাষাগুলির মাধ্যমে শিক্ষা, বাণিজ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির পরিষেবা একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আমি আশা করব সারাদেশজুড়ে এস টি ডি কেন্দ্রগুলি যেমন রয়েছে, তেমনি তথ্যকেন্দ্রও স্থাপিত হবে যেখানে সাধারণ মানুষের কাছে ভারতীয় ভাষায় ই-মেলের ব্যবহার সহজলভ্য হয়ে উঠবে। এছাড়াও, এই কেন্দ্রগুলি থেকে তাঁরা সরকার, ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন প্রকল্প, কার্যক্রম এবং সুযোগ সুবিধা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যাবলীও পাবেন।

কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য-সচেতনতা এবং অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রে তামিলনাড়ুর দ্রুত অগ্রগতি দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে আমি এখানে এক নতুন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী, সদিচ্ছা এবং মনোভাবের প্রতিফলন দেখছি। এই ধরনের প্রচেষ্টায় কেন্দ্র এ রাজ্যকে সবসময় সাহায্য করবে। তামিলনাড়ুর মানুষের সেখুসমুদ্রম্ খাল প্রকল্পের দীর্ঘদিনের দাবি সম্পর্কে আমি পুরোপুরি অবহিত আছি। জাতীয় গণতান্ত্রিক মোচার সাধারণ ইচ্ছাহারে আমরা এই প্রকল্পটি রূপায়ণে ইতিমধ্যেই অঙ্গীকার করেছি। আমি এ রাজ্যের মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমাদের সরকার খুব শীঘ্রই এই অঙ্গীকার রূপায়ণের জন্য কাজ শুরু করবে।

শেষ করার আগে, যৌথভাবে জ্ঞান-নির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এই উজ্জ্বল মন্দির স্থাপনের জন্য আমি টি আই ডি সি ও এবং ই এল সি ও টি কে অভিনন্দন জানাই। টাইগুডল পার্ক তাঁদের একটি যথার্থ সংযোজন। উপরন্তু, জ্ঞান-নির্ভর অর্থনীতির ফল হিসেবে এটি লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর মিলনস্থল। আমি নিশ্চিত যে, এই পার্ক নির্মাণে যাঁরা কঠিন পরিশ্রম করেছেন, লক্ষ্মী এবং সরস্বতী, উভয়েই তাঁদের আশীর্বাদ জানাবেন। এছাড়াও এই প্রাঙ্গণে যাঁরা নিজেদের তথা তামিলনাড়ু তথা ভারতের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করতে ব্রতী হবেন তাঁরাও ঐ দুই দেবীর আশীর্বাদ লাভে বঞ্চিত হবেন না।

ধন্যবাদ